ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গৃহীত পদক্ষেপঃ
গত একবছরের (এপ্রিল ২০১৪ হতে মার্চ ২০১৫) অগ্রগতি পর্যালোচনা
সম্ভাব্য প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্নঃ গবেষণার উদ্দেশ্য কী?

উত্তরঃ টিআইবি পরিচালিত এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো গত একবছরে (এপ্রিল ২০১৪ হতে মার্চ, ২০১৫) তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অগ্রগতি পর্যালোচনা করা। এই গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে তৈরি পোশাক খাতের কারখানা নিরাপত্তা ও শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনে সরকার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজন কর্তৃক গত একবছরে গৃহীত আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক পদক্ষেপসমূহ পর্যালোচনা করা, এবং গৃহীত পদক্ষেপসমূহের বাস্তবায়নে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ নিরূপণ ও তা থেকে উত্তরণে সুপারিশ প্রণয়ন।

প্রশ্নঃ টিআইবি কেন এই গবেষণার উদ্যোগ নিয়েছে?

২০১৩ সালে রানা প্লাজা দুর্ঘটনার মাধ্যমে তৈরি পোশাক খাতে দুর্নীতি ও সুশাসনের ঘাটতির বিষয়টি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে আলোচিত হয়। সংশ্লিষ্ট বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে টিআইবি ২০১৩ সালের অক্টোবর এই খাতে প্রথম একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে। উক্ত প্রতিবেদনে (অক্টোবর ২০১৩) এ খাতে দুর্ঘটনা ও কমপ্লায়েন্স ঘাটতির অন্যতম কারণ হিসেবে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়হীনতা, দায়িত্বে অবহেলা, রাজনৈতিক প্রভাব, পারস্পরিক যোগ-সাজশে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতিকে চিহ্নিত করা হয় এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২৫ দফা সুপারিশ পেশ করা হয়।

টিআইবি'র (অক্টোবর ২০১৩) গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশের পরবর্তী সময়ে সংশ্লিষ্ট খাতের বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য টিআইবি ২০১৪ সালে একটি ফলো আপ গবেষণা পরিচালনা করে, যেখানে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ হিসেবে ৬৩টি বিষয় চিহ্নিত করা হয় (টিআইবি ২০১৪)। এই প্রথম ফলো আপ গবেষণায় দেখা যায় রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পরবর্তী একবছরে সরকার ও বিভিন্ন অংশীজন ৫৪টি বিষয়ে ১০২টি উদ্যোগ নিয়েছে, যার মধ্যে সাতটি বিষয়ে ২৩টি উদ্যোগ সম্পন্ন, এবং সার্বিকভাবে ৯১% উদ্যোগ বাস্তবায়নে ইতিবাচক অগ্রগতি হয়েছে।

এরই ধারাবাহিকতায় টিআইবি এইসকল গৃহীত উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গত একবছরে (এপ্রিল ২০১৪- মার্চ ২০১৫) অগ্রগতির অবস্থা পর্যালোচনার লক্ষ্যে এই দ্বিতীয় ফলো আপ গবেষণা (টিআইবি, ২০১৫) পরিচালনা করেছে।

প্রশ্নঃ গবেষণা পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস কী?

উত্তর: গবেষণার তথ্য সংগ্রহে গুণগত গবেষণা পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহে বিভিন্ন অংশীজন যেমন কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, শ্রম মন্ত্রণালয়, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ ও রাজউকের কর্মকর্তা, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা-কর্মী, কারখানা মালিক, পোশাক শ্রমিক, ও পোশাক খাত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে এবং চেকলিস্টের মাধ্যমে মালিক, শ্রমিক ও শ্রমিক প্রতিনিধির নিকট হতে তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে বিদ্যমান আইন ও বিধিসমূহ, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট, দাপ্তরিক নথি, গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রশ্নঃ এই প্রতিবেদনটি কোন সময়ের তথ্য তুলে ধরেছে?

উত্তরঃ বর্তমান ফলো আপ গবেষণাটিতে এপ্রিল ২০১৪ হতে মার্চ ২০১৫ পর্যন্ত সময়ের গবেষণা সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের কাজ করা হয়েছে।

প্রশ্ন: এ গবেষণায় বিশ্লেষণকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু?

উত্তর: এ গবেষণায় বিশ্লেষণকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা যাচাইয়ে গুণগত গবেষণা পদ্ধতিতে অনুসরণকৃত ৪টি সাধারণ বৈশিষ্ট্য যথা তথ্যের dependability, transferability, confirmability ও credibility নিশ্চিত করা হয়েছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধান, বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে ক্রস চেকিংসহ সম্ভাব্য সকল সূত্রসমূহ থেকে যাচাই বাছাই করা হয়েছে। কখনও কখনও বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণার জন্য একই ব্যক্তির একাধিকবার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন: এ গবেষণায় প্রাপ্ত অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য সকল ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য কি-না?

উত্তর: এই গবেষণায় প্রাপ্ত অনিয়ম ও দুর্নীতি সংক্রান্ত সকল তথ্য সকল ক্ষেত্রে সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়, তবে তা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়।

প্রশ্ন: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

উত্তর: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত সকল প্রতিবেদন সকলের জন্য উন্মুক্ত। ইতোমধ্যে সংবাদ সম্মেলনে প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ উপস্থিত সকলের মধ্যে সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া একই দিনে সার-সংক্ষেপ টিআইবি'র ওয়েবসাইটে (www.ti-bangladesh.org) প্রকাশ করা হয়। এছাড়া ই-মেইলে (info@ti-bangladesh.org) বা সরাসরি টিআইবি অফিস থেকে যে কেউ প্রতিবেদনটি সংগ্রহ করতে পারেন।

প্রশ্ন: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বা প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের আওতায় রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য আলাদা কোন তহবিল আছে কিনা?

উত্তর: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বা প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের আওতায় রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য আলাদা কোন তহবিল নেই। উল্লেখ্য টিআইবি'র প্রতিবেদনেও এরূপ কোন তথ্য উপস্থাপিত হয়নি। বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী- রানাপ্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে উক্ত দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সহায়তা হিসেবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি পর্যায়ের অনুদান হতে তহবিল সংগ্রহ করা হয়। এক্ষেত্রে সংগৃহীত মোট অর্থের পরিমাণ প্রায় ১৬ মিলিয়ন ইউএস ডলার (প্রায় ১২৭ কোটি টাকা)। তন্মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণকৃত অর্থের পরিমাণ প্রায় ২.৪৮ মিলিয়ন ইউএস ডলার (প্রায় ১৯ কোটি টাকা) এবং অব্যবহৃত প্রায় ১৪ মিলিয়ন ইউএস ডলার (১০৮ কোটি টাকা)। টিআইবি মনে করে, সংগৃহীত অর্থের পুরোটাই রানাপ্লাজা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের প্রাপ্য।

প্রশ্ন: প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের আওতায় রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ সম্পর্কিত তথ্যের সূত্র কি?

উত্তর: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সংগৃহীত মোট অর্থের পরিমাণ সম্পর্কিত তথ্যের সূত্র হচ্ছে, জাতীয় সংসদে ২০১৩ সালের ১৪ জুলাই সরকার দলীয় সংসদ সদস্য মুহিবুর রহমান মানিকের প্রশ্নের জবাবে কৃষি মন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী কর্তৃক উপস্থাপিত তথ্য, যা পরের দিন (১৫ জুলাই) বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচারিত হয়।